UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2012 INTERNATIONAL YEAR OF SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL

মার্চ ২০১২ March 2012

২৪তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা Volume-XXIV, No. I & III

মানবিক সঙ্কটে জাতিসংঘের সাড়া প্রদানে অগ্রগতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠন এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, গণহত্যা কনভেনশন, ১৯৪৯ সালের চারটি জেনেভা কনভেনশন ও সেগুলোর অতিরিক্ত প্রটোকলের মতো দলিল এবং সুরক্ষার দায়িত্বের (আর ২পি) মতো ধারণাগুলো আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ভিত্তি

জায়শ্রী বাজোরিয়া

বদলে দিয়েছে। তবু বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও মানবিক জরুরি পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রণেতা ডেভিড রিয়েফ তাঁর রাত কাটানোর মতো একটি শয্যা : সঙ্কট মানবতাবাদ শীর্ষক বইতে মন্তব্য করেছেন, 'খুনে বিশ শতক ঠিক খুনে হয়েই ছিল।' বস্তুত মানবিক জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর উপস্থিতি কোনো অচেনা-অজানা রূপ নিয়ে আসেনি : মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যুদ্ধ ও বিপ্লব পর্যন্ত সবকিছুতেই লাখ লাখ জীবন ঝুঁকিতে রয়ে গেছে। আজকে বিশ্ব রাজনীতি এসব আন্তর্জাতিক আইনের অনেকগুলো ও মানবিক ত্রাণ কাজ অচিন্তিতপূর্ণ পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। একই সঙ্গে ইন্টারনেট ও মোবাইল প্রযুক্তি উপাত্ত সংগ্রহ ও মানবিক সাড়ার একটা উপায় এনে দিয়েছে যার ফলে মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বয় ও সাড়াদানে একটি অধিক গতিশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ জাতিসংঘ পেয়েছে।

সমন্বয় উন্নয়ন

বর্তমানে মানবিক সঙ্কটে সাড়াদানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পছন্দ সীমিত। সাধারণ পরিষদের ৪৬/১৮২ সংখ্যক প্রস্তাব মানবিক দুর্যোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়াদানের নির্দেশনামূলক নীতিমালা গঠন করেছে এবং এই প্রস্তাবই জরুরি ত্রাণ সমন্বয়ের দপ্তর (ইআরসি) প্রতিষ্ঠা ও আন্তঃএজেন্সি স্থায়ী কমিটি (আইএএসসি) গঠনের মূল ভিত্তি। আইএএসসিতে জাতিসংঘের ভেতর ও বাইরের প্রধান প্রদান মানবিক সংস্থাগুলো রয়েছে এবং এর লক্ষ্য হলো মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানে আন্তঃসংস্থার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ সুগম করা।

আইএএসসি ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'গুচ্ছ' ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্বয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গুচ্ছ হলো জাতিসংঘ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং মানবিক সঙ্কটকালে নির্দিষ্ট কোনো খাতে মনোযোগী অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার গ্রুপবদ্ধকরণ। গুচ্ছ রয়েছে ১১টি। এগুলো হলো সুরক্ষা, শিবির সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য, জরুরি আশ্রয়, পুষ্টি, জরুরি টেলিযোগাযোগ, রসদ ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ যথাসময়ের পূর্বে পুনরুদ্ধার, শিক্ষা ও কৃষি। প্রতিটি গুচ্ছ একটি মনোনীত সংস্থার নেতৃত্বে ইআরসির অধীনে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ সংস্থা মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তরের (ওসিএইচএ) সঙ্গে সমন্বয় করে। অধিকাংশ উপাত্তের উদ্দেশ্য হলো গুচ্ছগুলোর মাধ্যমে আদান-প্রদান করা,

যা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে এবং এসব উপাত্ত সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সময়ে সময়ে ব্রিফ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অবশ্য বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, ওসিএইচএর সঙ্গে সমন্বয় করার মতো সম্পদ এসব মানবিক গুচ্ছের নেই এবং তাদের মধ্যে এমন একটা উপায়ে তথ্যের ব্যবস্থা করার প্রবণতা রয়েছে যা বিনিময় করাকে কষ্টকর করে তোলে। উদাহরণ হিসেবে, গুচ্ছগুলো এমন সব পদ্ধতি বেছে নেয় যা উপাত্তকে হাতিয়ার ও ছকের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে যা সহজে বিনিময় করা যায় না।

মানবিক সহায়তা নিয়ে গবেষণা, চর্চা ও নীতি এগিয়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত আন্তঃঅনুষদ প্রচেষ্টা হার্ভার্ড মানবিক উদ্যোগের ফেলো স্যাটচিট ব্যালসারি বলেছেন, এই ব্যবস্থা নিয়ে আরেকটি উদ্বেগ হলো, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সবাই এই গুচ্ছের সঙ্গে জড়িত নয়, যেমন স্বেচ্ছাসেবী ও প্রত্যন্ত এলাকায় যারা কাজ করে তারা। ২০১০ সালের ভূমিকম্পের পর ব্যালসারি হাইতিতে কাজ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জড়িত করার কথা তারা প্রায় ভুলে যায়।' তিনি জানান, হাইতীয়রা প্রথম কয়েক মাস এসব গুচ্ছ বৈঠকে সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল, কারণ জাতিসংঘ প্রাঙ্গণে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো; কিন্তু সে প্রাঙ্গণে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি বলেন, 'তাই যারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত তাদের ছাড়াই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।'

দুর্যোগ ত্রাণ ২.০

জাতিসংঘ ফাউন্ডেশন, ওসিএইচএ, ভোদাফোন ফাউন্ডেশন ও হার্ভার্ড মানবিক উদ্যোগের ২০১১ সালের মার্চের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অন্তর্মুখী তথ্যের পরিমাণ, বেগমাত্রা ও বহুমুখিতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর হাইতিতে গুচ্ছ ব্যবস্থা অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। দুর্যোগ ত্রাণ : ২.০ : মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য বিনিময়ের ভবিষ্যৎ শীর্ষক প্রকাশনায় সঙ্কট ও মানবিক সাড়ার জন্য পূর্বাহ্নিক সতর্ক ব্যবস্থায় নতুন নতুন প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মানবিক

ত্রাণ কাজে সেগুলো কীভাবে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্পের পর সঙ্কটচিত্র নিরূপণ সাড়ায় মোবাইল প্রযুক্তি, জিওস্প্যাটিয়াল উপাত্ত ও নাগরিকভিত্তিক উপাত্ত যে মানবিক কার্যব্যবস্থা ও দুর্যোগে সাড়াকে প্রভাবিত করতে পারে তা দেখা গেছে। আজকে ওপেনস্ট্রিটম্যাপ, ক্রাইসিস ম্যাপার্স, সাহানা ও উষাহিদির মতো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত বেশ কয়েকটি অনলাইন চিত্র নিরূপণ সংস্থাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পরিস্থিতির সময় কাজে লাগানো হচ্ছে। ২০১১ সালে জাপানে ভূমিকম্পে ও সুনামি আঘাত হানার পর স্থানীয় ত্রাণকর্মীরা খাদ্য, আশ্রয় ও স্যানিটেশন পরিসেবায় সাহায্য দানের অগ্রাধিকার নির্ধারণকালে হাতের কাছে সহজেই প্রাপ্ত জনতার সূত্রে লব্ধ চিত্র নিরূপণকে কাজে লাগায়। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, যুদ্ধ কোথায় চলছে তা এবং সংঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নরত উদ্বাস্তুদের চলাচল নির্ণয়ের জন্য লিবিয়ায় ওয়েবভিত্তিক চিত্র নিরূপণ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়।

রিপোর্ট আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'নতুন নতুন কণ্ঠস্বর দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিথস্ক্রিয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।' এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, নতুন নতুন সহযোগী ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ও বেগমাত্রার উপাত্ত বিশ্লেষণের আরো দ্রুত ও কার্যকর উপায় তুলে ধরছে এবং সামনে যে চ্যালেঞ্জ তা হবে এসব সম্পদের মধ্যে একটা কার্যকর সহাবস্থান গড়ে তোলা এবং কাজে নিয়োজিত প্রত্যেকে যাতে পরস্পরের ভূমিকা অনুধাবন করতে পারে তার উপযুক্ত একটি পরিবেশ তৈরি করা।

এক্ষেত্রে জাতিসংঘের মতো অভিজ্ঞ মানবিক সংস্থাগুলোর পালন করার বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব ক্রাইসিস ম্যাপার্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্যাস্ট্রিক মেইয়ার বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক মানবিক সংস্থা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব সংহত করা অপরিহার্য। তিনি ২০১২ সালে উপযুক্ত ও জোরালো অথচ নমনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সঙ্কটে সাড়ার যৌথ মহড়ায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্যোগের উভয় সঙ্কট

জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলোর জন্য বড় যে চ্যালেঞ্জ তা হলো, নিরপেক্ষ বা সুষম ভিত্তিতে ত্রাণ প্রদানে তাদের এখনো অসুবিধা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা শক্তিশালী কোনো বেসরকারি সংস্থা ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের কাছে জাতিসংঘ বা তার সংস্থাগুলোকে যাওয়ার সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধের শেষ সময়ের দিকে সে দেশের সরকার জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থা ও মানবিক কর্মীদের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকদের শিবির এবং সামরিক বাহিনী ও সন্ত্রাসী

গ্রুপ তামিল ইলম লিবারেশন টাইগারের মধ্যে চলমান সংঘাতে আটকে পড়া বেসামরিক লোকদের কাছে যাওয়ার সুযোগদানে অস্বীকার করে। ২০০৯ সালে দক্ষিণ সোমালিয়ার অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী সন্ত্রাসী জঙ্গী গ্রুপ আল-শাবআব ও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রুপকে ঐ অঞ্চলে নিষিদ্ধ করে, ফলে দেখা দেয় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ।

জাতিসংঘ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতি শীর্ষক বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অনেকভাবেই মনে হয় যে, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন একটি ভিন্ন জগতে প্রয়োগের জন্য প্রণীত হয়েছে, যা সরকার ও নিয়মিত সেনাবাহিনী অধ্যুষিত জনগণের— যাদের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় সমর আইন প্রতিপালনের মাধ্যমে।' সার্বভৌমত্বও অনেক সময় একটা বড় ভেদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ পরিষদের ৪৬/১৮২ সংখ্যক প্রস্তাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 'জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যখন প্রবেশের সুযোগদানে অস্বীকৃতি জানায় তখন তা মেনে চলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মুখে ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ দূর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন সুরক্ষার দায়িত্ব সংক্রান্ত ধারণা (আর ২পি) প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রের সরকার তার জনগণের সুরক্ষায় ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা অপ্রতুল প্রমাণ হলে এতে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগও দেয়া হয়েছে। কমিশনের সহ-চেয়ার আন্তর্জাতিক সঙ্কট গ্রুপ ও আলজেরীয় কূটনীতিক মোহাম্মদ শাহনাউন ফরেন এফেয়ার্সে লিখেছেন : 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতে হলে সমগ্র বিতর্ক তার মাথার ওপর চলে আসবে। বিষয়টি 'হস্তক্ষেপের অধিকার' নয়, বরং 'সুরক্ষার দায়িত্ব' সম্পর্কিত যুক্তি হিসেবে পুনর্গঠন করতে হবে।' আর ২পি মতবাদ পরিশেষে জাতিসংঘের ২০০৫ সালের ফলশ্রুতি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা এটাকে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নবোদয় হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন।

এরপর ২০০৮ সালে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার পর কেনিয়া এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য ২০১১ সালে লিবিয়ার সাবেক নেতা মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলাকালে সে দেশের জনগণের ওপর তাঁর বর্বরোচিত দমন-পীড়নের পর আর ২ পি প্রয়োগ করা হয়। আর ২ পির সমর্থকরা ন্যাটোর নেতৃত্বে সামরিক হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানালেও অন্যরা প্রতিবেশী দেশগুলো, বিশেষ করে সিরিয়া ও বাহরাইনের শাসকরা গণঅসন্তোষ দমনে সহিংসতা ও পীড়ন চালালেও একটি দেশেই হস্তক্ষেপের ভণ্ডামি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অধিকন্তু এটাও অনেক অস্পষ্ট যে, লিবিয়ায় মানবিক সামরিক হস্তক্ষেপ সে দেশের জনগণের জন্য একটি উন্নততর ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারতো কিনা। বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদের মিকাহ জেনকোর মতো বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, লিবিয়া 'অব্যবস্থাপনা ও কৌশলে পরাস্ত করা' আর ২ পির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে। তিনি বলেন, সংঘাতে ন্যাটো নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও উদাহরণ হিসেবে দেশে চোরাপথে অস্ত্র আনতে বিদ্রোহীদের সুযোগ দেয়া এবং উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকায় বিমান উড্ডয়ন ও বিদ্রোহীদের অভিযানের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজের বিমান হামলার মতো ন্যাটোর কার্যক্রম উপর্যুক্ত দাবিকে ভিন্নরূপ প্রমাণ করেছে।

বন্দুকের নিরাপত্তার মধ্যে সাহায্য

ভবিষ্যতে জবরদস্তিমূলক সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন কষ্টকর প্রমাণিত হলেও অধিকাংশ মানবিক সঙ্কটকালে কোনো ধরনের একটা সামরিক উপাদান ক্রমবর্ধমান হারে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। লিবিয়ায় জরুরি ত্রাণকাজে অংশ নেয়া ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি ওষুধের সহকারী অধ্যাপক অ্যাডাম লোভাইন বলেছেন, 'নিরাপত্তা ছাড়া আপনি স্বাস্থ্যসেবা পাবেন না।' লেভাইনের মতে, ন্যাটোর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রদত্ত নিরাপত্তা ছত্রছায়া ছাড়া লিবিয়ায় মানবিক সাহায্য দেয়া কষ্টকর হতো।

মানবিক ত্রাণ কাজের জন্য নিরাপত্তা উপস্থিতির প্রয়োজন বাড়তে থাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা প্রসারিত হচ্ছে, কেননা তারা যে কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি নিরপেক্ষ। অবশ্য শান্তিরক্ষীদের সুনাম কদাচিৎ কলঙ্কমুক্ত থাকে, তাদের বিরুদ্ধে হাইতি,

বাকি অংশ ৬-এর পাতায়

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও ইন্টারঅ্যাকটিভ থিয়েটার

৮ মার্চ ২০১২

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা এবং অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যৌথভাবে গত ৮ মার্চ ২০১২ অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অডিটোরিয়ামে এক সেমিনার ও ইন্টারঅ্যাকটিভ থিয়েটারের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জি এম নিজামউদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. সাখাওয়াত হোসেন, ইউনিসেফ-এর যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ পুলক রাহা এবং বিদ্যালয়ের একাডেমিকস অ্যান্ড অপারেশন্সের প্রধান ফারাহ নাজ হক। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের শেষে অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে নারী অধিকার বিষয়ে নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

নার্ট্যকর্মী, অতিথি, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের গ্রুপ ছবি

ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত নাটকের একটি দৃশ্য

আন্তর্জাতিক দাসপ্রথা বিলোপ দিবস পালন

সেমিনার, কবিতা পাঠ, নাটক এবং চিত্রপ্রদর্শনী

২৮ মার্চ ২০১২

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে গত ২৮ মার্চ দাসপ্রথা এবং ট্রান্স-আটলান্টিক দাস ব্যবসার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস পালন উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠ, নাটক এবং পোস্টার প্রদর্শনের আয়োজন করে। আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম লুৎফুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ব্যবসা অনুষদের ডিন প্রফেসর রফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। কবিতা পাঠের আসরে বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান কবিবৃন্দ অংশ নেন। এদের মধ্যে ছিলেন কবি আসাদ চৌধুরী, কবি মহাদেব সাহা, কবি কাজী রোজী, কবি শিহাব সরকার এবং আবৃত্তিকার মাহবুব পারভেজ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অল-স্টারস ড্যাফোডিল কর্তৃক একটি নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। অডিটোরিয়ামের লবিতে জাতিসংঘ সম্পর্কিত পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মো. লুৎফর রহমান, উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

কবিতা পাঠ করছেন আসাদ চৌধুরী

নাটকের একটি দৃশ্য

দর্শকদের একাংশ

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালকের বাংলাদেশ সফর

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভার বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ১৯ মার্চ মহাপরিচালকের বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করে। কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজার সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক তার বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্য ও এখানে অবস্থানকালে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক ও এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডমিনিক বার্গন। সংবাদ সম্মেলনটিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৫০ জন দেশি ও বিদেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন এফএওর মহাপরিচালক গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের একাংশ

চট্টগ্রামে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং জাতিসংঘ ও তথ্য সাক্ষরতার ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
২৩-২৪ মার্চ ২০১২

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসবি) যৌথভাবে গত ২৩-২৪ মার্চ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় অবস্থিত ভুজপুর ন্যাশনাল হাইস্কুলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং জাতিসংঘ ও তথ্য সাক্ষরতার ওপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ এসএম হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনীপর্বে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ফটিকছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জনা খান মজলিশ। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পারসনের দায়িত্ব পালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল-ইসলাম, সিসবি-এর পরিচালক মিনহাজউদ্দিন আহমদ এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। সমাপনী পর্বে ছাত্রছাত্রীদের সনদ ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

বক্তব্য দিচ্ছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা

বক্তব্য দিচ্ছেন ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জনা খান মজলিস

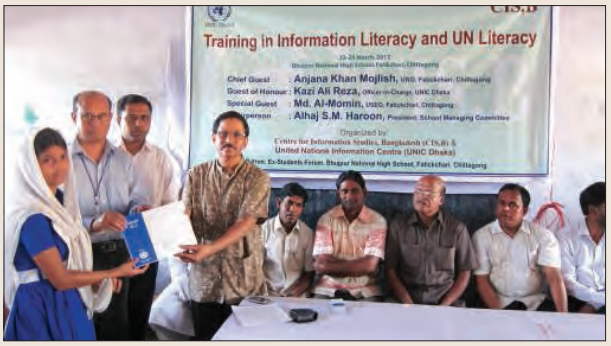

অংশগ্রহণকারীদের জাতিসংঘ থেকে শুভেচ্ছা, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেয়া হয়

অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী, প্রশিক্ষক ও অতিথিদের গ্রুপ ছবি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

লাইবেরিয়া, কোটে ডি আইভয়ের, সোমালিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রসহ অনেক দেশে ধর্ষণ ও যৌন শোষণের মতো যৌন অপরাধের অভিযোগ দেয়া হয়েছে। তাই কোনো বিশেষ একটি দেশ থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর আচরণ নিয়ে মানবাধিকারের যে ঝুঁকি তা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত শান্তিরক্ষীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জাতিসংঘকে সব অভিযোগ ব্যাপকভাবে তদন্ত করে অপরাধ যারা করেছে তাদের বিচারে সোপর্দ করতে হবে এবং দোষী সাব্যস্ত যেসব শান্তিরক্ষী সেসব দেশ থেকে এসেছে, সেসব দেশকে জবাবদিহিতায় আনতে হবে।

বন্দুকের নিরাপত্তার মধ্যে মানবিক সাহায্য চালানোর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘকে তার সাড়া উন্নয়নে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে। লোভাইন বলেছেন যে, যেসব এলাকায় মানবিক সাহায্যের চালান পাঠানো হবে সেসব এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তাদাতা ও সাহায্যকর্মীদের মধ্যে ভালো সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবিক সাহায্য কর্মী ও সেনাসদস্যদের মধ্যে সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার আরো ভালো সমঝোতা থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে সব পর্যায়ে কৌশলগত ও পরিচালন আলোচনার চলমান কর্মসূচি গ্রহণ করা ফলপ্রদ হবে।

যেসব ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জনগোষ্ঠীর কাছে মানবিক কর্মীদের যাওয়ার সুযোগ নেই, সেসব ক্ষেত্র ব্যতীত সাহায্যদানে সচরাচর সামরিক বাহিনীকে নিয়োজিত করা ঠিক হবে না। সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে সাহায্য দেয়া হলে তা নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করে এবং তা মানবিক সাহায্য দেয়ার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হয় কদাচিৎ। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা হ্রাস করে রেডক্রস আচরণবিধির মতো কিছু প্রতিষ্ঠিত মান যেসব বেসরকারি সংস্থা মেনে চলে মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের দিয়েই কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশও করেছেন। জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মরত সব সংস্থার জন্য একই মানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলে তা সাহায্য প্রণালিবদ্ধ করার পক্ষে সহায়ক হবে। এই প্রক্রিয়া এখনই শুরু করতে হবে উল্লেখ করে লেভাইন বলেছেন, কারণ মানবিক জরুরি পরিস্থিতি একবার ঘটে গেলে 'কোনো না কোনোভাবে প্রক্রিয়া খুব বিলম্বিত হয়ে যায়।'

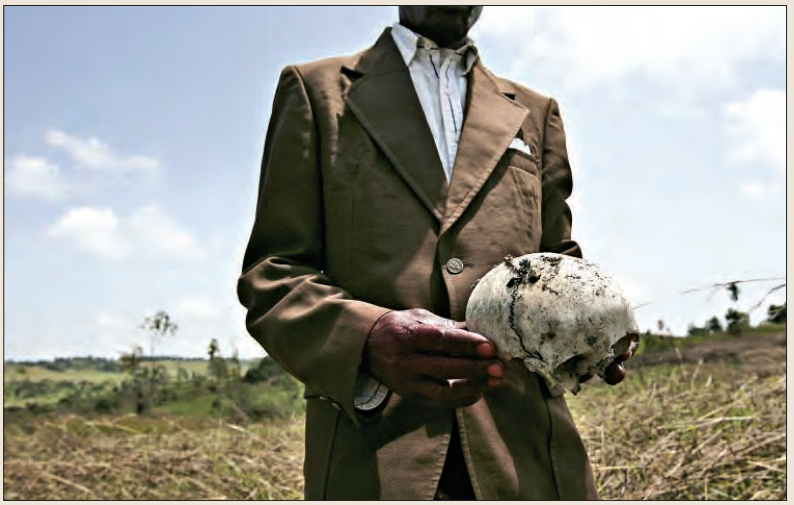

মানবাধিকার এবং জাতিসংঘ : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

এলেক্স জে, বেলামি

মানবাধিকারের শক্ত কাঠামোগত উন্নয়ন অর্জন অত্যন্ত কষ্টকর। সূচক থেকে দেখা যায় যে, এক দশক আগের চেয়ে বিশ্বের ভিন্নতা এখন অনেক কম। ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি সংস্থা ফ্রিডম হাউস দেখিয়েছে যে, ৮৫টি দেশ 'মুক্ত', ৫৯টি দেশ 'আংশিক মুক্ত' এবং ৪৮টি দেশ 'মুক্ত নয়'। ২০১১ সালে অতিরিক্ত মাত্র দুটি দেশ 'মুক্ত' বলে বিবেচিত হয়েছে এবং একটি দেখা গেছে 'মুক্ত নয়'। পলিটিক্যাল টেরর স্কেল শীর্ষক বার্ষিক রিপোর্ট ন্যায়পরায়ণতা লঙ্ঘনের ওপর আলোকপাত করে এবং এসব তথ্য নেয়া হয় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট থেকে। উপর্যুক্ত বার্ষিক রিপোর্টেও একই কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। ১ সর্বোৎকৃষ্ট ও ৫ সর্বনিকৃষ্ট ধরে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত পরিমাপকে ২০০১ সালে বৈশ্বিক গড় ছিল ২.৫৮। উপাত্তের মধ্যে হেরফের থাকলেও ২০১০ সালে বৈশ্বিক গড় ২.৫৮ই থেকে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই দুর্দমনীয়তা ক্রমবর্ধমান প্রমাণকে প্রতিপন্ন করে যে, নির্ভেজাল স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া শাসন ও মানবাধিকারের জন্য বৈদেশিক সহায়তার মাধ্যমে স্থিতিশীল জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এসব হিসাব থেকে আমরা হয়তো একথাই জানতে পারি যে, সমতা বিধানের জোরালো শক্তির মুখে জাতিসংঘকে অচলাবস্থায় পতিত হতে হবে।

এ কথা মনে রেখে, মহাসচিব বান কি-মুনের প্রথম মেয়াদকালে অনেক কিছুই রয়েছে, যা ভালোভাবে কেটেছে। শক্ত চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও গড়ে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোক তাদের সরকারের হাতে অযৌক্তিক হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সশস্ত্র সংঘাতের আগুন পুনরায় জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা কম, আর বেসামরিক লোকের ওপর যখন সহিংসতা চালানো হয় না, তখন এসব কাহিনীও সংক্ষিপ্ত ও কম রক্তরঞ্জিত হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিও হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, সুরক্ষার দায়িত্ব (আর ২ পি) এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মহাসচিবের অঙ্গীকার প্রকৃত অগ্রগতি এনে দিয়েছে। ২০১০ সালে সাধারণ পরিষদের পঞ্চম কমিটিতে অনুমোদিত গণহত্যা রোধ ও সুরক্ষার দায়িত্ব বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টার নতুন যুগ্ম দপ্তর আগাম সতর্কীকরণ ও সরকারগুলোর প্রতি তাদের দায়িত্ব সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে ইতোমধ্যেই অনুকূল অবদান রেখেছে। যুগ্ম দপ্তর গণহত্যা ও নিষ্ঠুরতার ঝুঁকি চিহ্নিত ও লাঘব করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও জাতীয় সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্যও সহায়তা দান শুরু করেছে। শান্তি কার্যক্রমে বেসামরিক লোকজনকে রক্ষার ম্যান্ডেট দেয়া,

দেশের অভ্যন্তরে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়ার পক্ষে রাজনৈতিক দপ্তরগুলোর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং সচিবালয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থার মধ্যে ডেস্ক থেকে ডেস্কের সংযোগের মাধ্যমে জাতিসংঘ সচিবালয় তার কাজে মানবাধিকার রক্ষার স্থান আরো জোরালো করেছে।

নবনেথেম পিল্লাইয়ের যোগ্য পরিচালনায় মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তর জোরদার হয়েছে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে দেয়া এবং আলাদা আলাদাভাবে লিবিয়া, সিরিয়া ও আমার স্বদেশ অস্ট্রেলিয়াসহ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কেবল হাইকমিশনারই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা নয়। অধিকন্তু তাঁর দপ্তরও মানবাধিকার রিপোর্টিং কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে এবং গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র নিরূপণসহ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন ও উৎসাহদানে এই দপ্তরের কাজ এসব প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশে অবদান রেখেছে।

মানবাধিকার কাউন্সিল তার পূর্বসূরি যেসব সমস্যাকবলিত ছিল তার কিছু কিছু উতরাতে পারছে বলে লক্ষণে দেখা যাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে কাউন্সিল যেসব সদস্য তাদের নাগরিকদের অধিকারের অপব্যবহার করে সেসব সদস্যকে বহিষ্কার করতে প্রস্তুত বলে প্রমাণ করেছে এবং সর্বজনীন সাময়িক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া কাউন্সিলের কাজের মূল অংশে পরিণত হয়েছে, যা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক প্রত্যাশা গড়ে তুলছে। এই কাজ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার নিয়মনীতির প্রসারেও সহায়তা করেছে। আসিয়ান আন্তঃসরকারি মানবাধিকার কমিশন গঠন এর যথার্থতা বহন করে।

২০১০ সালে সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ নারীর প্রতিষ্ঠা নারীর মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষার লক্ষ্যে একটা সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান এবং সশস্ত্র সংঘাত চলাকালে তাদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। ২০১০ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে গণধর্ষণ ঘটনাবলির প্রতি মারগোট ওয়ালস্ট্রমের সাড়ার সমালোচনা সত্ত্বেও মহাসচিব তাঁকে সশস্ত্র সংঘাতে যৌন সহিংসতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে যে নিয়োগ দিয়েছেন তা নারীর সুরক্ষায় সংস্থার সামর্থ্যকে জোরদার করেছে।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মহাসচিব যে কাজ করেছেন তার সমালোচনা থেকে মনে হয় যে, এর মধ্যে বিশেষ করে মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও চীনে লঙ্ঘনের নিন্দা জ্ঞাপনে তাঁর অনুমিত ব্যর্থতা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। এ ধরনের সমালোচনা সাম্প্রতিক একাডেমিক গবেষণার বিপরীত ধারায় যাচ্ছে বলে মনে হয়। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রগুলোকে পৃথক করে দেখা দীর্ঘস্থায়ী মানবাধিকার সমস্যার প্রতি সাড়াদানে অপেক্ষাকৃত একটি অকার্যকর উপায়। আর দালিলিক প্রমাণ হিসেবে স্মর্তব্য যে, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও অন্যত্র মানবাধিকার সম্পর্কে মহাসচিব বারংবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদিও বিষয়বস্তুর চেয়ে কৌশল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রতিটি পৃথক পৃথক ঘটনা ভিন্ন, এক জায়গায় যা কার্যকর, অন্য জায়গায় তা নয়। মহাসচিব কখনো কখনো মানবাধিকার রক্ষায়, বিশেষ করে ২০১১ সালের গোড়ায় কোটে ডি আইভয়েরে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন। এ ধরনের কৌশলের প্রায়ই কাজ না করার সম্ভাবনা।

তথাপি উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে : সিরিয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, মানবাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো কোনো ব্যাপারে ঐকমত্য গড়ে তোলা কষ্টকর প্রমাণিত হচ্ছে।

মানবাধিকার কমিশনে রাজনৈতিকায়নের প্রবণতা বিদ্যমান, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকে সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্তগুলোতে। যেমন কাউন্সিলের ২০০৯ সালের প্রস্তাবে যথাযথ তদন্তের আগেই শ্রীলঙ্কার প্রশংসা করা হয়।

ইতোমধ্যেই প্রান্তিক গ্রুপগুলোর মানবাধিকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন মহলের সমন্বিত হামলার শিকার হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য হলো, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন, সমকামীদের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক আইনের বিস্তার ও অন্যান্য লঙ্ঘন, আশ্রয় প্রার্থীদের অযৌক্তিক আটকাদেশ দেয়ার প্রবণতা ও পরিভ্রমী লোকজনের অপব্যবহার।

সঙ্গতির সমস্যা রয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জাতিসংঘের কোনো কোনো কর্মকর্তা তাদের কাজে মানবাধিকারের অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত থেকে যান এবং স্বাগতিক সরকারগুলোর কাছে রক্ষার বিষয়টি প্রত্যাশিত কিনা সে ব্যাপারে তারা অনিশ্চিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মানবাধিকার রক্ষা অনেক মিশন ও সংস্থার মূল কাজ; কিন্তু কোনো কোনো কর্মকর্তা রাজনৈতিক হয়রানির আশঙ্কায় এসব ম্যান্ডেট পালনে তেমন মুখ খোলেন না।

বিশ্বের অনেক অংশ কার্যকরভাবে 'মানবাধিকারমুক্ত অঞ্চলে' পরিণত হয়েছে এসব অঞ্চলে প্রধান প্রধান অধিকারের অপব্যবহার হচ্ছে যার জন্য রয়েছে দণ্ডমুক্তি। সোমালিয়া একটি দেশ যেখানে মানবাধিকারের অপব্যবহার এতো ব্যাপক ও সাধারণ যে, মানবাধিকারের কথা মনে হয় শ্লেষাত্মক

অপ্রাসঙ্গিক উচ্চারণ।

২০১১ সালে সিরিল ফোস্টার বক্তৃতায় মহাসচিব মানবাধিকার রক্ষার এক উচ্চাভিলাষী এজেন্ডা বিধৃত করেছেন। এটা ছিল সমগ্র জাতিসংঘ জুড়ে মানবাধিকারের অভ্যন্তরীণকরণের আহ্বান। অবশ্য মমতা বিধানের জোরালো শক্তি ও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রাধিকারের মুখে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের সীমিত সম্পদের ব্যবহার কতোটা সর্বোত্তমভাবে করা যাবে সে সম্পর্কে কৌশলগতভাবে চিন্তা করা মারাত্মক কষ্টকর। ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য কৌশলের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তর জোরদার করা, গণহত্যা রোধ ও সুরক্ষার দায়িত্ব সংক্রান্ত বিশেষ উপদেষ্টার যুগ্ম দপ্তর স্থাপন, জাতিসংঘ নারীর প্রতিষ্ঠা এবং সংস্থার শান্তিরক্ষা ও মানবিক কাজে সুরক্ষার নীতিমালা সংযোজন মহাসচিব বান কি-মুনের প্রথম মেয়াদকালে ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখন চ্যালেঞ্জ হলো এসব প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দেয়া।

এর অর্থ হলো, জাতিসংঘের চর্চার মাধ্যমে সর্বত্র মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা নিশ্চিত করা। অগ্রগতি ইতোমধ্যেই হয়েছে, তবে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যসূচক তত্ত্বগুলোকে 'একটি হিসেবে প্রদান করার' মাধ্যমে আরো বেশি কিছু অর্জিত হতে পারে। এর ফলে জাতিসংঘ ব্যবস্থা একটি হিসেবে বক্তব্য দিতে পারবে এবং মানবাধিকারের জন্য তার সকল সম্পদ নিয়োজিত করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে, আর ২ পি সংশ্লিষ্ট মারাত্মক অপরাধবোধ ও বিশ্বের কোনো অংশেরই কার্যত একটি 'মানবাধিকারমুক্ত এলাকা' না হওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিনির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়নে নির্দেশনা দেয়ার জন্য জাতিসংঘ ব্যবস্থা একটি 'নিষ্ঠুরতা রোধ লেন্স' মূলধারাভুক্ত করতে পারে। সঙ্গতির সমস্যা দূর করার জন্য মহাসচিব মাঠ পর্যায়ে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করা কীভাবে অনুশীলন করতে হবে সে সম্পর্কে নীতিনির্দেশনা দিতে পারেন। রাজনৈতিক হয়রানির আশঙ্কায় এসব বিষয়কে পাশে ফেলে না রাখা নিশ্চিত করার জন্য তিনি মানবাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চ পর্যায়ের সুস্পষ্ট সমর্থন দিতে পারেন, সম্ভবত তা হতে পারে মিশনের শুরুতেই সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের উদ্দেশে একটি পত্রের আকারে। নারীর অধিকার পুরোভাগে রাখা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ নারী ও সংঘাতে যৌন হয়রানির বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি একসঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারেন এবং নারীর অধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার কোনো সুযোগই যাতে নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ব্যবস্থার ঠিক সামনাসামনি একটা উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই কর্মসূচিতে অনেক নমনীয় পদক্ষেপ আছে যা গ্রহণ করা যেতে পারে। সময়োচিত ও নির্ভুল তথ্যের ব্যবস্থা রাজনৈতিকায়ন রোধ ও ঐকমত্য গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। মানবাধিকারের অপব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য মনোযোগ আকর্ষণ করে, সুচিন্তিত নীতি প্রণয়নে বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একটি ভিত্তি এনে দেয় এবং হোতাদের সীমিত হলেও নমনীয় করার ক্ষেত্রে একটা প্রভাব ফেলে। মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং ম্যান্ডেটধারীদের মধ্যে জোরালো সহযোগিতা কোনো কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর ও অপেক্ষাকৃত নমনীয় উপায় হবে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও অঞ্চলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করাও সহায়ক হবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এবং পশ্চিম আফ্রিকার জন্য জাতিসংঘ দপ্তরের মতো দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা পর্যায়ে সংলাপ, প্রশিক্ষণ এবং 'একটি হিসেবে প্রদানের' তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সহায়ক হতে পারে। এসব দপ্তর প্রত্যাশামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগও সৃষ্টি করতে পারে, যা মানবাধিকার সঙ্কটের প্রতি সাড়া উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

পরিশেষে, যদিও অনেকটা নির্ভর করে সদস্য দেশগুলো এবং মানবাধিকারের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের শক্তির ওপর। মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষায় জাতিসংঘের সামর্থ্য প্রভাবিত হয় তার কাছে প্রাপ্ত সম্পদ ও যে হাতিয়ার ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় তার দ্বারা। উদাহরণ হিসেবে সর্বজনীন সাময়িক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া রীতিগত হয়ে আসছে; কিন্তু আরো একটি কঠিন পরীক্ষা আরোপের জন্য এটাকে জোরদার করা যেতে পারে, মানবাধিকার কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদের মতো সংস্থায় নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়ার একটা অংশ করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রগুলোকে উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থার অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। হাইকমিশনারের দপ্তর এ ধরনের প্রচেষ্টায় সমর্থন দিতে পারে। কিন্তু এগুলো চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রগুলোর একটা বিষয়। মানবাধিকার সঙ্কটের মুখে ঐকমত্যের অন্বেষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য। রাষ্ট্রগুলো স্বীকার করে যে, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্থাগুলো যখন ঐক্যবদ্ধ থাকে তখন তা অত্যন্ত কার্যকর, কিন্তু একটা ঐকমত্যে পৌঁছার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রগুলোরই। সিরিল ফোস্টার বক্তৃতাকালে মহাসচিব বান কি-মুন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়েছে পরিবর্তনের একটি এজেন্ট হতে, পরিবর্তনের বিষয়বস্তু হতে নয়। এটা ইতিহাস গড়ে তুলেছে তখনও এমনকি যখন তা ইতিহাসের সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ ধারণার একটি স্ফোটনাধার, নিয়মনীতির নির্মাতা এবং মান নিয়ন্তা। আজও তা তেমনি রয়ে গেছে। তার কাজকর্ম এবং তার কথার মাধ্যমে এই বিশ্ব সংস্থা মানব সুরক্ষাকে অপরিহার্য উপাদানরূপে আঁকড়ে রেখে বৈশ্বিক এজেন্ডার পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। তাঁর প্রথম মেয়াদে অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু স্থিতিশীল পরিবর্তনের কাঠামোগত বাধাবিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ দেয়ার জন্য আরো কাজ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখন বিদ্যমান, এটাকে 'একটি হিসেবে প্রদানের' লক্ষ্যে বাস্তবসম্মতভাবে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে একটি পথ রচিত হবে, যার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে তার ভূমিকা জোরদার করতে পারে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org